উৎসর্গপত্র।

যিনি সর্ব্ব-মঙ্গলালয় পরমপিতা পরমাত্মার সত্য এবং মঙ্গল ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃত মন্থন করিয়া আমাদিগকে এ যাবৎকাল তাহা আস্বাদন করাইয়া আসিতেছেন সেই পরমারাধ্য পিতৃ-দেবের ৮৩ বৎসরের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার পাদপদ্মে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার শুভ-আশীর্ব্বাদ-বিকসিত এই পদ্য-কুসুমাঞ্জলি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে সমর্পণ করিলাম।

সেবক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

গার্হস্থ্য ব্রহ্মোপাসনা ॥

(গৃহী ব্যক্তি একাকী অথবা পরিবার-বর্গের সহিত মিলিয়া প্রত্যহ নিম্নোক্ত রূপে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।)

সমাধান।

যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও সকল কল্যাণের আকর, আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর, মন; যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি, বল; যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি,—যিনি আমাদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতি ও ভক্তির সহিত স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপে সমাধান করি।

ধ্যান।

সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্র।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া, তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত প্রেমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

উপসংহার।

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মবাদীর শুনহ বাণী।
যাঁ হ'তে জনমে এ সব প্রাণী;
জনমি যাঁহাতে জীবন ধরে;
যাঁহে যায়, যাঁতে প্রবেশ করে;
তাঁহারে জানিতে কর যতন।
তিনি ব্রহ্ম সনাতন॥
আনন্দ হ'তে সকলি হ'য়েছে।
আনন্দে ধরি বাঁচিয়া রয়েছে॥
ধায় সবে আনন্দের প্রতি।
আনন্দের ক্রোড়ে লভে গতি॥
রসরূপী তিনি, সে রস পিয়া
আনন্দে ভাসে জীবের হিয়া॥
মনের সহিতে না পেয়ে বাণী,
ফিরে যাঁহা হ'তে ক্ষান্ত মানি,

ব্রহ্মের সে আনন্দ যে জানে
ডরে না সে কারো সন্নিধানে ॥
আনন্দরূপে ব্যাপিয়া আকাশ
না থাকিলে সেই স্বয়ংপ্রকাশ,
বাঁচিয়া রহিত কে তবে আজ—
চলিত বলিত করিত কাজ ?
আনন্দামৃত জীবের প্রাণ
সব আনন্দ তাঁহারি দান ॥
নাহি তাঁর রূপ নাহি আধার।
বাক্য মনের অতীত পার ॥
তাঁরে যবে জীব ধরিয়া রয়,
তখন তাহার না থাকে ভয় ॥
মনের সহিত না পেয়ে বাণী,
ফিরে যেথা হ'তে শ্রান্ত মানি ;
ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার
ভয় নাহি হয় কদাপি তা'র ॥
ইনিই জীবের পরম গতি।
পরম ধন পরম রতি ॥

ইনিই জীবের পরম লোক
ইহাঁরে হেরিলে না থাকে শোক ॥
ইহাঁরি আনন্দ সিন্ধু
ভুঞ্জে জীব বিন্দু বিন্দু ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

না ছিল এ সব কিছু শুন শিষ্য প্রিয়।
ছিলেন কেবল সৎ এক অদ্বিতীয় ॥
মহান্ আতমা তিনি জনমবিহীন।
জরা মৃত্যু ভয়-ডর—কারো না অধীন ॥
চিন্তা করিলেন তিনি ; চিন্তনের পিছু,
সৃজিলেন এই সব দেখিছ যা কিছু ॥
তাঁহা হইতেই হ'ল বিশ্বের প্রকাশ।
জনমিল প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ
অনিল সলিল জ্যোতি ; আশ্চরিজ তিনি!
জন্মিল পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী ॥
ভয়ে তাঁর জ্বলে অগ্নি, ভয়ে ভানু ভায়,
চলে মেঘ, চলে বায়ু, ভয়ে মৃত্যু ধায় ॥

পরম তত্ত্বের সেই লভিবারে জ্ঞান
যাইবে গুরুর কাছে শিষ্য মতিমান্ ॥
প্রশান্ত হৃদয়-মন প্রণত শিষ্যেরে
সত্য বলিবেন গুরু, বিনা ঘোর ফেরে,
সেই ব্রহ্মবিদ্যা যাতে ব্রহ্মে যায় জানা,
ছাড়িয়া কল্পনা আর জলপনা নানা ॥
ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ, বাড়ায় কেবল খেদ,
সামবেদ তেমনি অথর্ব্ব।
শিক্ষা কল্প সেথা অন্ধ, নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ
ব্যাকরণ বৃথা করে গর্ব্ব ॥
অপরা বিদ্যা সকলি, পরা বিদ্যা তারে বলি
যাতে হয় নিত্য ধন লাভ।
পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী দেখা দে'ন হৃদে আসি
ঘুচাইয়া সকল অভাব ॥
যাঁ হ'তে হ'য়েচে সৃষ্টি, না যায় সেখানে দৃষ্টি
কেহ তাঁরে নাহি পায় ধরা।
নাহি গোত্র নাহি বর্ণ, নাহি চক্ষু নাহি কর্ণ,
সর্ব্বত্র আছেন তিনি ভরা ॥

হস্ত পদ নাহি তাঁর, সূক্ষ্ম বিভু সারাৎসার
চরাচর বিশ্বের কারণ।
হ্রাস বৃদ্ধি নাই অণু, হেরে লোমাঞ্চিত তনু
তদগত চিত্ত তপোধন॥
দেব দেব পূজ্যতম! ইহাঁরেই-করে নমো
ব্রাহ্মণেরা গার্গি বারবার।
স্থূল সূক্ষ্ম ছোটো বড়,যাহা কিছু মনে গড়ো
ন'ন ইনি কিছুই তাহার॥

রাঙা কালো তমোছায়
চক্ষে যাহা কিছু ভায়
ন'ন তাহা নিখিলের প্রভু।
জলের মতন ন'ন,
ন'ন তিনি সমীরণ
আকাশ নহেন তিনি কভু॥

সঙ্গে তাঁর নাহি কেহ,
নাহি দেহ নাহি গেহ,
চক্ষু মুখ কর্ণ নাহি তাঁর।

বাক্য মন তেজঃ প্রাণ,
তাঁহাতে না পায় স্থান
ব্রহ্ম তিনি অগম্য অপার ॥

ইহাঁরি শাসনে গার্গি সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ
আপন আপন পথে ধায় অহরহ ॥
উপরে দ্যুলোক আর নিচে বসুন্ধরা
শাসনের মন্ত্রবলে রহিয়াছে ধরা ॥
মুহূর্ত্ত দিবস রাত্রি মাস পক্ষ চলে।
চলে ঋতু সম্বৎসর শাসনের বলে ॥
তুষার মণ্ডিত শ্বেত পর্ব্বত হইতে
ইহাঁরি শাসনে, গার্গি, নাবিয়া ত্বরিতে
পূর্ব্বমুখে বহি চলে শত নদ নদী,
অন্যে আর অনুসরে পশ্চিম জলধি ॥
ইহাঁরে না জানি যারা যত বীজ বপে,
যজে যজ্ঞ, জুহে হোম, তপো আর তপে,
বহুবর্ষ ধরি করে যত অনুষ্ঠান,
কালের কবলে হয় সব অবসান ॥

ইহাঁরে না জানি যারা হেতা হৈতে যায়,
কি দুর্দশা তাদের কি ক'ব হায় হায়॥
অবিনাশী ব্রহ্মে জানি যেই ভাগ্যবান্
হেতা হৈতে পুণ্য লোকে করয়ে প্রয়াণ
সেই ধন্য সেই ধন্য। তিনিই ব্রাহ্মণ!
বলিনু তোমারে গার্গি সত্য এ বচন॥
অক্ষয় পুরুষ ব্রহ্ম দৃষ্টির নহেন গম্য
কিন্তু তিনি দেখেন সকলি।
গম্ভীর তিনি নিস্তব্ধ
নাহি তাঁর সাড়া শব্দ,
শুনেন যা কিছু মোরা বলি॥

তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব
নাহি জানে দেব মর্ত্ত্য,
সকলি জানেন জ্ঞাতা সেই।
বস্ত্র বুনানির মতো
রহিয়াছে ওতোপ্রোতো
অসীম আকাশ তাঁহাতেই॥

ইহাঁর ভয়ে পবন বহে।
তপন উঠে ইহাঁর ভয়ে।
ইহাঁর ভয়ে অনল জ্বলে।
গগন পথে মেঘ চলে॥
আজ্ঞাকারী যেন ভৃত্য
মৃত্যু করে নিজ কৃত্য॥
সকলের প্রাণ ইনি; যা কিছু যেথায়
ইহাঁতে করিয়া ভর স্ব স্ব কাজে ধায়॥
সবাই করিছে তাঁহার কাজ।
মহদ্ভয় তিনি উদ্যত বাজ॥
কেবল যে জন তাঁহারে জানে
ভয় নাহি কোনো তাঁহার প্রাণে॥
মৃত্যুময় সংসারে
অমর হ'ন পেয়ে তাঁরে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রবণের শ্রবণ, মনের তিনি মন।
বচনের বাক্য তিনি জীবের জীবন॥

মনের অন্তরে মন, মন নাহি পায়,
বচন আড়ষ্ট সেথা নয়ন না যায়॥
জানি না আমরা তাঁরে ; জানি না সন্ধান
কেমনে করিতে হয় তাঁহার বাখান॥
যে যতই জানে তাঁরে, তাহা ন'ন ঠিক্।
কেহ যাহা নাহি জানে তাহারো অধিক॥
পূর্ব্বতন ঋষিদের এইরূপ বাণী—
আমা সবাকারে যাঁরা কহিলা বাখানি॥
বাক্য যা' কহিতে গিয়া না পারে কহিতে
বাক্যেরে জাগা'ন যিনি অন্তর হইতে॥
তাঁহারেই ব্রহ্ম জেনো ; ইহা উহা বলি
লোকে যাহা উপাসয়ে, অলীক সকলি॥
মন যাঁরে কিছুতেই ভাবিয়া না পায়,
মনের সমস্ত ভাব যাঁর চক্ষে ভায়,
তাঁহাকেই ব্রহ্ম জেনো ; ইহা উহা বলি
লোকে যাহা উপাসয়ে, অসার সকলি॥
মনে যদি কর তাঁরে জানি সমুচিত
অল্পই তাঁহারে জানো কহিনু নিশ্চিত॥

মনে নাহি করি আমি কদাপি এরূপ
সমুচিত জানিয়াছি তাঁহার স্বরূপ ॥
জানি না তাহাও নয়, জানি তাও নয়।
এ তত্ত্বটি জানিলে তবে সে জানা হয় ॥
যে জন ভাবিয়া না পায় অন্ত,
তাঁহারি ধেয়ানে তিনি জীবন্ত ॥
ভাবিয়া যে তাঁর পেয়েছে পার,
তাহার কেবল ভাবনা সার ॥
যে বুঝে উত্তম রূপে,
হাতড়ায় অন্ধকূপে ॥
বুঝিতে যে নাহি পারে,
চিনিয়াছে সেই তাঁরে ॥
এ ভব আঁধারে, জানিল যে তাঁরে
লভিল সে নিস্তার।
না জানিল যদি, নাহিরে অবধি
তাহার দুর্দ্দশার ॥
জীবে জীবে ধীর, মন করি স্থির,
তাঁহারে করিয়া ধ্যান,

মর্ত্ত্য লোক ছাড়ি, মৃত্যু ফেলে ঝাড়ি,
অমৃত করিয়া পান ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

জগত সংসার মাঝে যা কিছু যেথায়
সমস্ত র'য়েছে ঢাকা ঈশ্বরের ছায় ॥
তিনি যাহা দিয়াছেন কর তাহা ভোগ।
পরধনে লোভ করি বাড়া'য়ো না রোগ ॥
স্থির তিনি এক জগত স্বামী
অথচ মনের অগ্রগামী ॥
ইন্দ্রিয় মন যে যত ধায়,
কেহ না তাঁহারে নাগাল পায় ॥
স্বস্থানে থাকি বিরাজমান
দ্রুতগামী সবে ছাড়া'য়ে যা'ন ॥
অচল অটল সেই ব্রহ্মে করি ভর,
প্রাণীদের প্রাণ বায়ু বহে নিরন্তর ॥
করেন নিখিল কার্য্য ত্রিভুবন নাথ,
অথচ না দে'ন তিনি কোনো কাজে হাত।

দূরে তিনি, কাছে তিনি আঁখির গোচরে
অন্তরে বাহিরে তিনি সর্ব্ব চরাচরে ॥
সর্ব্বভূত দেখে যেই পরম আত্মায়,
পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, কিছু না লুকায় ॥
সমস্ত আছেন ব্যাপি শুভ্র নিরাকার।
নাহি শিরা নাহি ব্রণ নাহি দেহভার ॥
শুদ্ধ তিনি নিরঞ্জন, নাহি পাপ-লেশ।
মনের নিয়ন্তা, কবি, স্বয়ম্ভু মহেশ ॥
অগণন প্রজাতন্তু নিত্য বহমান—
সবার করেন তিনি বিহিত বিধান ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চিত্ত করি সমাধান একাগ্রতা সহ,
পরমপুরুষ ব্রহ্মে জানিতে ইচ্ছহ ॥
ব্রহ্মে যেই জানে সেই নিত্য ধন লভে,
যাহার সদৃশ আর কিছু নাই ভবে ॥
গুহায় পরম ব্যোমে সত্য সে জ্বলন্ত।
জ্ঞান তিনি, ব্রহ্ম তিনি, অনাদি অনন্ত ॥

তাঁহারে যেজন জানে করিয়া সাধনা,
ভুঞ্জয়ে তাঁহার সাথে সমস্ত কামনা॥
যাঁহার জ্ঞানের নাই কোনো ঠাঁই সীমা;
ভূলোক দ্যুলোক মাঝে যাঁহার মহিমা;
তাঁহারে জানিয়া ধীর, হেরে অদ্বিতীয়
আনন্দ অমৃত রূপ অনির্ব্বচনীয়॥
বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম হিরণ্য গুহায়
কি যে সে জ্যোতির জ্যোতি অকলঙ্ক ভায়—
যত যেথাকার জ্যোতি সবে হারি মানে।
আত্মারে যে জানিয়াছে সেই তাহা জানে॥
না ভায় সেখানে সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারা।
না ভায় চপলা সেথা, চমৎকারাকারা॥
কোথায় বা অগ্নি! তাঁরি প্রকাশের পিছু
প্রকাশিছে সমস্ত যেখানে যাহা কিছু॥
নিখিল জগৎ আলো তাঁহারি জ্যোতিতে।
প্রকাশেন, প্রাণ ইনি, সবার সহিতে॥
জানে যে, সে রহে সদা ভক্তিভরে নমি।
কহে না একটি কথা তাঁরে অতিক্রমি॥

আত্মাতে যাঁহার কেলি, আত্মাতেই রতি;
কর্ত্তব্য-সাধনে যিনি নিরন্তর ব্রতী;
যিনি জ্ঞানী, যিনি প্রেমী, যিনি ক্রিয়াবান্,
ব্রহ্মজ্ঞ সবা'র মাঝে তিনিই প্রধান॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁর অচিন্ত্য মহান্।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, কে পায় সন্ধান॥
দূর হৈতে দূরে তিনি ছাড়া'য়ে আকাশ।
দেখে যে, তাহার তিনি অন্তরে প্রকাশ॥
চক্ষু নাহি যায় সেথা, বাক্য না যোগায়।
কোনো ইন্দ্রিয়েই তাঁরে পাওয়া নাহি যায়॥
বিশুদ্ধ যাহার মন জ্ঞানের প্রসাদে,
ধ্যান ধরি সেই তাঁরে হেরে অপ্রমাদে॥

সপ্তম অধ্যায়।

সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর।
দেবতার দেবতা পরম পরাৎপর॥

সকল পতির পতি জানি সেই দেবে।
আরাধ্য ভুবনপতি সবে তাঁরে সেবে॥
ইন্দ্রিয় তাঁহার নাই নাহি তাঁর দেহ।
সমান বা অধিক নাহিক তাঁর কেহ॥
মহতী শকতি তাঁর, বিচিত্র বিভব।
জ্ঞান-ক্রিয়া বলক্রিয়া অযত্ন-সুলভ॥
নাহি পিতা নাহি পতি, নাহি তাঁর অধিপতি,
নাহি কোনো অবয়ব-চিহ্ন।
নিখিল ভব-সংসার অদ্‌ভুত রচনা তাঁর;
কারণ কে আর তিনি ভিন্ন॥
কাহারো নহেন বশে, চালা'ন ইন্দ্রিয়-দশে,
নিবসেন হৃদয়ে সদাই।
সাধিয়া একাগ্র মনে, তাঁহারে যাহারা জানে,
তাহাদের মৃত্যু কভু নাই॥
গভীর গুহায় লীন, দরশন সুকঠিন,
আদি-দেব, তাঁহারে যে ভজে—
লভিয়া অধ্যাত্ম-যোগ, এড়ায় যন্ত্রণা-ভোগ,
হর্ষ-শোকে টলে না সহজে॥

যে জানে মনের মন, নয়নের নয়ন,
শ্রবণের শ্রবণ, প্রাণের প্রাণ ;
জানিয়াছে, সেই জন, ব্রহ্ম সনাতন ;
আদি-দেবতা সেই বিভু মহান্ ॥
প্রতিমা তাঁহার নাই কোথাও কোনো ঠাঁই ;
একই ধারায় চাই তাঁহারে দেখা ।
অনাদি অবিচলিত, আকাশের অতীত,
নিরঞ্জন মহান্, আত্মা একা ॥
অহোরাত্রে করি ভর, নিখিল সম্বৎসর,
নিরন্তর ফিরে যাঁর ভয়ে,
তিনি জ্যোতি, তিনি জ্ঞান, অমৃত, সাক্ষাৎ প্রাণ!
দেবগণ নিত্য উপাসয়ে ॥
নিখিল ভুবন তিন, তাঁহার নিয়মাধীন ;
সর্ব্বজগতের অধিপতি ।
সাধু হ'লে ব্যবহার বাড়ে না কিছুই তাঁর,
অসাধুতে নাহি হয় ক্ষতি ॥

সকলের অধীশ্বর পালিছেন চরাচর ;
লোকপুঞ্জ যতেক নিখিলে—
সব হ'ত ছিন্ন ভিন্ন, থাকিত না কোন চিহ্ন,
তিনি সে না ধরিয়া থাকিলে ॥
প্রাণ মন সব-সাথে, রয়েছে ইহাঁর হাতে,
অন্তরীক্ষ দ্যুলোক অবনী।
ইহাঁরেই জানো সার, ছাড়ো বাক্য আর আর,
ইনি মাত্র অমৃতের খনি ॥

জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সর্ব্বজ্ঞ চেতন।
কোথা হৈতে কে যেন—এমন কেহ ন'ন ॥
সূক্ষ্ম তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহে করি ভর
বর্ত্তিছে নিয়ত এই বিশ্বচরাচর ॥
তিনি সত্য ; তিনিই অমৃত ; শর-সম—
বসাও তাঁহাতে মন, প্রিয়-শিষ্য মম ॥
ধনু ওঁ ; শর আত্মা—আছে তব ঠাঁই।
লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম ; তাঁরে, বিদ্ধ করা চাই ॥

না হেলি, না টলি, মন করিয়া একাগ্র,
নিবাত-নিষ্কম্প যেন দীপের শিখাগ্র,
সন্ধান করিবে আত্মা পরম আত্মায়।
তন্ময় হইয়া যাবে তখন সে তাঁয় ?
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমভূমি ঠাঁই।
বালুকা কঙ্কর কিম্বা অগ্নি যেথা নাই ॥
বিহঙ্গ-কূজিত বৃক্ষ, সুশীতল-ছায়।
জলাশয় সম্মুখে, ও পার দেখা যায় ॥
ত্রিসীমায় নাহি কোনো নয়নের জ্বালা।
সুবায়ু-সেবিত গুহা নিভৃত নিরালা ॥
দেখি' ল'য়ে হেন এক মনোমত স্থান।
ব্রহ্মে করিবে সাধক আত্ম-সমাধান ॥
উন্নত করি বক্ষ শির,
শরীর করিয়া ঋজু স্থির;
বাহির হইতে আনিয়া ডাকি,
ইন্দ্রিয় মন হৃদয়ে রাখি;
ব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর
তরিবে সাগর ভয়ঙ্কর ॥

সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, সর্ব্বত আনন।
সর্ব্ব-দিকে বাহু তাঁর সর্ব্বত চরণ॥
পক্ষি-দেহে দিলা পক্ষ, নর-দেহে হস্ত।
রচিলা দ্যুলোক মহী একাকী সমস্ত॥
সর্ব্বত চরণ হস্ত, নিখিল কাজে ব্যস্ত,
সর্ব্বত শিরোমুখ, সর্ব্বত কাণ।
চরাচর সমুদায়, আবরি মহিমায়,
আপনি আপনায় বিরাজমান॥
নিখিল মুখ মস্তক মিলিয়াছে একে।
সর্ব্ব হৃদে নিবসেন, দেখে যে—সে দেখে॥
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত সে যে ভগবান্।
বিশ্ববন্ধু তিনি, তাই, মঙ্গল-নিধান॥
হস্ত নাই, ধরিয়া আছেন সমুদয়।
পদ নাই, বিচরেন ত্রিভুবনময়॥
চক্ষু নাই, দৃষ্টি তাঁর শৈল করে ভেদ।
কর্ণ নাই, শুনেন মনের যত খেদ॥

পূর্ব্বতন ঋষিগণ ব'লেছেন তাই—
মহান্ পুরুষ তিনি তুল্য তাঁর নাই ॥
প্রসুপ্ত মাঝে, একাকী, যিনি জাগিয়া থাকি
গঠেন নিতি নিতি যার যা চাই;
ব্রহ্ম তিনি সারাৎসার, সরব-মূলাধার,
তাঁরে ডিঙায় কারো সাধ্য নাই ॥
আশ্চর্য্য তাঁহার ভাব নাহি যায় কহা।
বিন্দু হইতেও বিন্দু মহা হৈতে মহা ॥
নিবসেন হৃদি মাঝে নিভৃত গুহায়।
কর্ম্মফল, ভোগ-স্পৃহা, পরশে না তাঁয় ॥
দেখে যে সে পরাৎপরে, দেখে যে মহিমা,
তার আনন্দের নাই সীমা পরিসীমা ॥
আলোক দেখিয়া তার খুলি যায় চোক।
হৃদয়-মাঝারে আর নাহি রহে শোক ॥
এক তিনি অন্তরাত্মা বশী সবাকার।
এক হৈতে হইতেছে অসংখ্য ব্যাপার ॥
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে পাতিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত সুখ, অন্যের তা নয় ॥

অনিত্য সংসার মাঝে এক তিনি নিত্য।
তাঁহারি চেতনে চেতে জগজন-চিত্ত ॥
একাকী দেখেন তিনি যাহার যা চাই।
বিধান করেন আর সেই অনুযাই ॥
আত্মাতে যে দেখে তাঁরে পাতিয়া হৃদয়,
তাহারি শাশ্বত শান্তি অন্যের তা নয় ॥
হৃদয়ের গাঁট হ'লে ভেঙে ছারখার,
মর্ত্ত্য সে অমর হয়, কহিলাম সার ॥

নবম অধ্যায়।

ভর করি একই শাখী, সুন্দর দুটি পাখী,
দোঁহে দোঁহার সখা, কি ভাব আহা!
সুখে হ'য়ে চলচল্, একটি খায় ফল,
আরেকটি কেবল নিরখে তাহা ॥
একই গাছে তুমি আছে, তারে না দেখি কাছে
কাঁদিয়া জীব-পাখী হ'তেছে সারা।
প্রভুরে স্বমহিমায়, যবে দেখিতে পায়,
আনন্দে বহি যায় নয়ন-ধারা ॥

নবোদিত প্রেম-রবি, হিরণ্ময় ছবি
দেখে যে হৃদাকাশে নয়ন মেলি।
শোক নাহি করে আর, লভয়ে নিস্তার,
নিখিল পুণ্য পাপ ঝাড়িয়া ফেলি ॥
নিরঞ্জন অলোহিত, শরীর-বিরহিত,
নিত্য পরাৎপরে জানে যে জন।
পৃথিবীর ধূলিরাশি ঠেলিয়া ফেলে হাসি,
লভে সে অবিনাশী পরম ধন ॥
নয়নে না ভায় রূপ, বচন হয় চুপ,
ভাবনা নাহি পায় চিহ্ন তাঁর।
আত্মাতে দেখাই সার, ভবের কর্ণধার
শান্ত শিব অদ্বিতীয় সারাৎসার ॥
পুত্র হ'তে প্রিয় ইনি বিত্ত হ'তে প্রিয়।
নিখিল ভব-সংসারে যত রমণীয়
যা কিছু, সকল হ'তে ইনি প্রিয়তম—
এই যে অন্তরতম আত্মা অনুপম ॥
অন্যে যদি প্রিয় বল', সে প্রিয় তোমার
রহিবে না চিরদিন, কহিলাম সার ॥

আত্মারেই উপাসিবে প্রিয় বলি জানি
তোমার প্রিয়ের তবে হইবে না হানি ॥
আতমা'রে দেখা চাই বিশ্বে মেলি আঁখি।
শোনা চাই গুরুর বচনে শ্রদ্ধা রাখি ॥
মনোমাঝে ভাবা চাই তাঁরে অহরহ।
ধ্যান করা চাই তাঁরে একাগ্রতা-সহ ॥
এই সে আত্মা করেন সর্ব্বত্র বিরাজ,
সকলের অধিপতি রাজ-অধিরাজ ॥
চক্রের নাভিতে আর বেষ্টন-বলয়ে,
অরাবলী রহে যথা অটল-আশ্রয়ে,
তেমনি যতেক জীব, যত বৃক্ষলতা,
যত লোক লোকান্তর, যতেক দেবতা,
পরমাত্মা আর তাঁর নিয়মের বলে
রহিয়াছে যথাস্থানে, তিলেক না টলে ॥
চিরন্তন ব্রহ্ম তিনি আমা-সবা'কার,
পুনঃ পুনঃ তাঁরে আমি করি নমস্কার ॥
হে অনাদি! ব্যাপি আছ নিখিল গগন।
তোমা হৈতে হইয়াছে সমস্ত ভুবন ॥

জেনেছি তাঁহারে এই মর্ত্ত্যে করি বাস।
না জানিলে হইত রে মহান্ বিনাশ॥
ইহাঁরে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন।
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন॥
সকল হইতে উচ্চ সকলের আদি
নাহি রূপ নাহি শোক নাহি তাঁর ব্যাধি॥
ইহাঁরে যে জানে, লভে অনন্ত জীবন।
দুঃখই কেবল পিয়ে অন্য যত জন॥
বৃহৎ, সবার উচ্চ, ব্রহ্ম এক মাত্র।
নিবসেন সর্ব্ব ভূতে, যে যেমন পাত্র॥
আছেন বেষ্টন করি জগৎ সংসার।
তাঁহারে যে জন জানে মৃত্যু নাহি তার॥
যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জাগে তাঁহার আগুন॥
সকলের প্রভু তিনি ইন্দ্রিয়-রহিত।
সবার শরণ তিনি সবার সুহৃৎ॥
অখণ্ড অব্যয় জ্যোতি প্রভু পরাৎপর।
শান্তির নিদান তিনি ধর্ম্মের আকর॥

ওঁ বলিতে বুঝায় ব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব-মূলাধার।
অগনন দেবতা ইহাঁরে দেয় পূজা উপহার॥
মধ্যে সেই দেব-দেব, ত্রিভুবনে মহিমা না ধরে।
উপাসিছে সকল দেবতা তাঁরে প্রেমভক্তি ভরে॥
ওঁ বলি ধ্যান ধরি পরম আত্মার,
কুশলে তরিয়া যাও ভব অন্ধকার॥
ওঙ্কার সাধিয়া জ্ঞানী লভে সেই শান্তির সাগর
অজর অমর ব্রহ্ম অভয় পরম-পরাৎপর॥
সেই সবিতার বরণীয় তেজ জ্ঞানশক্তিময়—
সেই দেবতার সুমঙ্গল দীপ্তি অমৃত-নিলয়—
ধ্যান করি; ঘুচাইয়া যিনি হৃদয়ের অন্ধকার
বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিছেন অহরহ আমাসবাকার॥
ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না,
আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি—
এমন না হয় যেন কভু॥

পরম পুরুষ তিনি জানিবার বস্তু, জানো তাঁরে।
মৃত্যু,ব্যথা না দিক্ তোমা-সবারে,এঘোর সংসারে॥
যে দেবতা জলে, যিনি দীপ্ত হুতাসনে;
প্রবিষ্ট আছেন যিনি সমস্ত ভুবনে॥
যে দেব অশ্বত্থ-বটে, ধান্যে তৃণে আর।
বারবার তাঁরে আমি করি নমস্কার॥

একাদশ অধ্যায়।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নাহি তাঁর।
অক্ষয় অনাদি নিত্য অনন্ত অপার॥
মহতের মহৎ অচল-সম স্থির।
এড়ায় মৃত্যুর মুখ তাঁরে জানি ধীর॥
সবার অন্তরে তিনি আছেন নিগূঢ়।
দেখিতে না পায় তাঁরে জ্ঞান-হীন মূঢ়॥
সূক্ষ্মদর্শী সাধকের সুগভীর জ্ঞানে
দেখা দে'ন যবে তিনি, সেই তাঁরে জানে॥
ভাল ভাল কথা কেবল হাওয়া।
তাহাতে তাঁহারে না যায় পাওয়া॥

থাকিলে কি হয় ধারালো মেধা।
তাহাতে না যায় লক্ষ্য বেঁধা॥
অনেক ক'য়েছে অনেক মুনি।
পাওয়া নাহি যায় শ্রবণে শুনি॥
ব্যাকুল হৃদয়ে যে তাঁরে চায়,
তাঁহারি কৃপায় তাঁহারে পায়॥
আর সব কথা হইলে চুপ,
প্রকাশেন তিনি আপন রূপ॥
ওঠো! জাগো! উত্তম আচার্য্যে ধর গিয়া—
লভ জ্ঞান, অরে! মোহ-নিদ্রা তেয়াগিয়া॥
বলেন সাধক যাঁরা সিদ্ধ-মনোরথ,
ক্ষুরের ধারের মত দুর্গম সে পথ॥
এই সে অনাদি ব্রহ্ম অমৃত অভয়।
ইহাঁরে প্রশান্ত মনে উপাসিতে হয়॥

বৃক্ষের মতন স্তব্ধ র'য়েছেন শূন্যের উপরে।
নিখিল ভুবন পূর্ণ সেই এক মহান্ ঈশ্বরে ॥
বাস-বৃক্ষে যেমন বিহঙ্গকুল, শুন প্রিয় শিষ্য,
তেমনি পরমাত্মাতে করে ভর—চরাচর বিশ্ব ॥
এক দেব গূঢ় তিনি সকল বস্তুতে।
অন্তরাত্মা বিভু নিবসেন সর্ব্বভূতে ॥
চক্ষের উপরে তাঁর রয়েছে সমস্ত।
যেথায় যা কিছু হয় সবে তাঁর হস্ত ॥
ব্যাপিয়া আছেন তিনি নিখিল ভুবন।
নির্গুণ নিঃসঙ্গ তিনি জাগ্রত চেতন ॥
আলো করি দশ দিক্ সহস্র কিরণে,
প্রকাশে যেমন ভানু গগন প্রাঙ্গণে,
উজলিয়া সমস্ত তেমনি ভগবান্
প্রকৃতির মাঝারে করেন অধিষ্ঠান ॥
উঠুক্ বা মহাব্যোমে হইয়া উধাও,
ছুটুক্ বা পার্শ্ববাগে, মধ্যে বা কোথাও,
কোনো ঠাঁই মন তাঁর নাহি পায় সীমা!
নাম তাঁর মহদ্‌যশ, নাহিক প্রতিমা ॥

রূপ নাহি তায় দরশ-ক্ষেত্রে
কেমনে তাঁহারে দেখিবে নেত্রে।
সংযত করি মনঃ প্রাণ
জানে যে তাঁহারে শ্রদ্ধাবান্,
ঝাড়িয়া ফেলিয়া দুঃখ শোকে
অমর সে হয় মর্ত্ত্য লোকে॥

অনেকে তাঁহার কথা শুনিতে না পায়।
শুনিয়াও অনেকে জানে না তাঁরে—হায়॥
আশ্চর্য্য সে, তাঁর কথা কহিতে যে পারে।
নিপুণ সে অতিশয়—লভে যে তাঁহারে॥
আশ্চর্য্য তাঁহার জ্ঞাতা; শিক্ষা লভিয়াছে
কি না জানি স্থনিপুন আচার্য্যের কাছে॥
মূঢ়মতি যত সব, বালকের প্রায়,
বিষয়-মৃগতৃষ্ণার পাছু পাছু ধায়॥
চারিদিকে মৃত্যুপাশ ভয়ঙ্কর অতি,
তাহা তারা নাহি জানে—পড়ি যায় তথি॥
অমৃত যে কি বস্তু—জানিয়া ধীর সবে,
নিত্যের না করে আশ অনিত্য এ ভবে॥

অমর না হই যাতে কি করিব তা'তে।
তেঁই ডাকিতেছি আমি ত্রিভুবন-নাথে॥
অসৎ হইতে মোরে ল'য়ে যাও সতে।
আলোকে লইয়া যাও অন্ধকার হ'তে॥
মৃত্যু হ'তে আমায় অমৃতে ল'য়ে যাও।
হে নাথ—করুণা-সিন্ধু! মোরে দেখা দাও॥
হে রুদ্র! প্রসন্ন মুখে চাহি মোর প্রতি
রক্ষা কর মোরে সদা করি এ মিনতি॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সত্যেরই—সত্যেরই—জয়, কভু না মিথ্যার।
কায়-মনঃ-প্রাণে কর সত্য-পথ সার॥
সত্যের প্রকাশে যার বিকাশে চেতন,
লভে সে পরমাত্মারে করিয়া সাধন॥
চলিতেন ঋষিগণ ধরি সত্য-পথ,
হইয়াছিলেন তাই সিদ্ধ-মনোরথ—
মহান্ আত্মার সেই পাইয়া সন্ধান,
সকল সত্যের যিনি পরম নিধান॥

মনঃপ্রাণাতীত সেই জ্যোতির্ম্ময় অমৃতপুরুষ—
অন্তরে বাহিরে দেখে যতিসবে বিগত-কলুষ ॥
দেবতাগণের তিনি অধিপতি; লোকলোকান্তর
অসংখ্য অপরিমেয় সকলি তাঁহাতে করে ভর ॥
মহান্ আতমা তিনি জনম-বিহীন নিরাধার।
সুর নর পশু পক্ষী—সবে চলে নিয়মে তাঁহার ॥

তাঁরে কেহ দেখিতে না পায়।
তিনি দেখিছেন সমুদায় ॥
শুনিতে না পায় কেহ তাঁরে।
শুনিছেন তিনি সবাকা'রে ॥

ভাবিয়া তাঁহার কেহ নাহি পায় অন্ত।
চরাচর বিশ্ব তাঁর ভাবনা জীবন্ত ॥
তাঁহারে জানে না কেহ এ তিন ভুবনে
সমস্ত ভুবন তাঁর নখ-দরপণে ॥
'এ না' 'এ না,' 'এ না' বলি ক্ষান্ত হয়
পিছায় ইন্দ্রিয় মন পরাভব মানি ॥

সর্ব্ব-অধিপতি তিনি সবা'র ঈশ্বর।
রেখেছেন শাসনে নিখিল চরাচর॥
একজন ফল-ভুক্, ফলদাতা অন্য।
বুদ্ধির গভীরে দোঁহে একত্র নিষন্ন॥
কিবা জ্ঞানী কিবা কর্ম্মী—কহে বারে বারে
ছায়া-আতপের ভেদ দোঁহার মাঝারে॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনাদি অনন্ত যিনি মহান্
তিনিই সুখ-রূপ।
অল্পে কভু নাহি সুখ!
কোথায় সমুদ্র, কোথা কূপ!
ভূমাই কেবল সুখ;
ইচ্ছা কর জানিতে ভূমায়।
কোথায় আছেন সেই ভগবান্?—
নিজ মহিমায়!

উচ্চে তিনি মহাব্যোমে,

নিচে তিনি পাতাল-গহ্বরে।

পশ্চাতে সম্মুখে তিনি বিরাজেন,

দক্ষিণে উত্তরে॥

ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ভগবান্‌,

আজ'ও তিনি, কাল'ও তিনি, চির-বর্ত্তমান॥

অদৃশ্য থাকিয়া যিনি অসংখ্যের কামনা-প্রবাহ

বিচিত্র শকতি-যোগে করিছেন একাকী নির্ব্বাহ;

আদি অন্তে মাঝখানে ব্যাপ্ত যিনি জগৎসংসারে;

শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন তিনি আমা-সবাকারে॥

সংসার, আকৃতি, কাল, সমস্তের তিনি পরপার।

ফিরিছে বিশ্বভুবন নিরন্তর শাসনে তাঁহার॥

ধর্ম্মের আকর তিনি পাপ-বিমোচন।

ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বিশ্ব-বিধরণ॥

অমৃত আনন্দ তিনি আত্মার আধারে।

মহাশান্তি লভে জীব জানিয়া তাঁহারে॥

ত্রিভুবন-কর্ত্তা তিনি ত্রিভুবন-জ্ঞাতা,

আত্মার কারণ তিনি কালের বিধাতা॥

গুণের নিয়ন্তা তিনি গুণের নিধান।
চেতনাচেতন-পতি সর্ব্বজ্ঞ মহান্॥
স্থিতি গতি মুক্তি আর সংসার বন্ধন,
যাহাকিছু, সমস্তের তিনিই কারণ॥
জ্ঞানময়, অমৃত, ব্যাপিয়া সর্ব্বদেশ
বিরাজেন বিশ্ব পাতা অটল মহেশ॥
তাঁহারি শাসনে ফিরে ভুবন মণ্ডল।
নিয়ন্তা এ জগতের তিনিই কেবল॥
আত্মজ্ঞান-প্রকাশক সেই দেব চরাচর-স্বামী।
শরণ লইনু আমি তাঁর পদে, হ'য়ে মুক্তিকামী॥
সেই এই ব্রহ্মের আরেক নাম সত্য।
তাঁহারি কিরণ-কণা নিখিলের তত্ত্ব॥
নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন।
দীপ্ত হুতাশন তিনি কলুষ-দহন॥
না হয় সংসার, ভেঙে চুরমার,
না টলে শশী আদিত্য।
বাঁধ হ'য়ে তিনি গগন-মেদিনী
ধরিয়া আছেন নিত্য॥

না রাত্রি, না দিবস, না শোক, না বিষাদ,
না জরা, না মৃত্যু পারে লঙ্ঘিতে সে বাঁধ ॥
যেই আত্মা অজর অমর বীতপাপ ;
নাহি যাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি শোকতাপ;
যা ইচ্ছেন, যা ভাবেন, সত্য সে তাহাই।
অন্বেষিয়া সযতনে তাঁরে জানা চাই ॥
অন্বেষিয়া যেই জানে বহু পুণ্য-ফলে,
ত্রিজগৎ পায় সে আপন করতলে ॥
ধন্য হয় লভিয়া পরম পুরুষার্থ।
সকল কামনা তার হয় চরিতার্থ ॥
নাম তাঁর আকাশ! কি নাম দিব আর।
নিখিল নাম-রূপের তিনি মূলাধার ॥
যাঁহার নাহিক রূপ, নাহি যাঁর নাম,
তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, শান্তি-ধাম ॥
না বাক্যে না মনে তাঁরে কেহ পায়,
না চক্ষে নেহারে।
"আছেন" ব্যতীত আর
কি বলিয়া নির্দ্দেশিব তাঁরে ॥

যে দেখে পরমাত্মারে জাগ্রত্ত জীবন্ত,
নিয়ন্তা ভূত-ভব্যের অনাদি অনন্ত,
তাঁ-হ'তে কিছু সে আর না করে গোপন।
কায়মনোবাক্যে সঁপে তাঁহাতে জীবন ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পাপ-আচরণ হ'তে না হইলে ক্ষান্ত ;
না হইলে সমাহিত, না হইলে শান্ত ;
হইলে বিভ্রান্ত-মতি ফল-কামনায় ;
জ্ঞান-বলে শুধু তাঁরে পাওয়া নাহি যায় ॥
শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য-মাঝারে।
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে ॥
শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায়।
প্রেয় যে বরণ করে, সর্ব্বস্ব হারায় ॥
যে যা করে, সে তা হয় ; উল্টে না কদাপি।
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী ॥
পুণ্য-আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়।
পাপ-আচরণে হয় পাপের আলয় ॥

বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর ॥
যেই জন সুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে যার নাহিক আলস্য,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব ॥
জ্ঞান-শূন্য, সদা অন্য-মনস্ক, অশুচি যেই জন,
না লভে সে ব্রহ্মপদ, সংসারেই হয় নিমগন ॥
বুদ্ধিমান্ যে জন, সংযতচিত্ত, পুণ্য-মুখজ্যোতি,
লভে সেই ব্রহ্মপদ, যাহা-হৈতে না হয় বিচ্যুতি ॥
বুদ্ধি যার সারথী, মনের রাশ হস্তে আপনার,
সেই লভে ব্রহ্মের পরম পদ, সংসারের পার ॥
ব্রহ্মের পরম পদ, দেখে তত্ত্ব-বিশারদ
সুবিদ্বান্ পণ্ডিত সকলে।
দেখে যথা পুরবাসী বিস্তৃত আলোক রাশি
আঁখি মেলি গগন-মণ্ডলে ॥
মোহান্ধ অজ্ঞানী সবে
হেতা হৈতে যায় যবে চলি।
লভে নিরানন্দ লোক, অন্ধকার যেথায় সকলি ॥

শান্ত দান্ত হ'য়ে, শীত উষ্ণ স'য়ে,
ঠেলিয়া ফেলিয়া বিষয়-কাম;
হ'য়ে সমাহিত, ধীর ব্রহ্মবিৎ,
আত্মাতে দেখেন আত্মারাম ॥
পাপ না ইহাঁকে স্পর্শে,
পাপের এড়া'ন ইনি হস্ত।
পাপ না ইহাঁকে দহে,
পাপ-রাশি দহেন সমস্ত ॥

নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত, ব্রহ্মপরায়ণ,
শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত, ইনিই ব্রাহ্মণ ॥
পাইয়া আনন্দময়ে ভাসেন আনন্দে।
পাপ তাপ শোক মোহ তরেন সচ্ছন্দে
হৃদয়ের গাঁট হ'তে লভিয়া নিস্তার,
করেন অমৃত হ'য়ে অমৃতে বিহার ॥
সত্য কভু ছাড়িবে না, ছাড়িবে না ধর্ম্ম।
ছাড়িবে না কদাচন শ্রেয়স্কর কর্ম্ম ॥

সত্য কহ ; ধর্ম্ম আচরণ কর ; ধর্ম্মই অমৃত।
সমূলে শুখায় ছিন্ন তরু সম, যে কহে অনৃত ॥
যা দেও যাহাকে, দিবে শ্রদ্ধার সহিতে।
অশ্রদ্ধা করিয়া কিছু হইবে না দিতে ॥
মাতাকে পিতাকে আর গুরুকে সতত,
দেখিবে পরম পূজ্য দেবতার মত ॥
অনিন্দিত যেই কর্ম্ম, করিবে তাহাই।
অন্য কাজে মনোমাঝে নাহি দিবে ঠাঁই ॥
সদাচার আমাদের যাহা দেখ শোন',
তাহাই করিবে সেবা, নহে অন্য কোন' ॥
এই সব উপায়ে যতে যে জ্ঞানবান্,
তাঁর আত্মা ব্রহ্মধামে করয়ে প্রয়াণ ॥
শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান,
জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্—
আদিত্য বরণ, তিমিরের পার! তাঁরে জানিয়াই
মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্য পথ নাই ॥
আপনাতে ভর করি র'য়েছেন যিনি এই নিত্য,
জানিবারই বস্তু তিনি, যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য ॥

ইহাঁরে পাইয়া পূজ্য ঋষিগণ জ্ঞান-পরিতৃপ্ত,
প্রশান্ত, কৃতার্থ-মনা, বীতরাগ, বিষয়-নির্লিপ্ত,
সর্ব্বত দেখিয়া সেই সর্ব্বাধারে, হ'য়ে যোগযুক্ত,
প্রবিশেন সর্ব্ব ঘটে, জ্ঞান-দ্বার পাইয়া উন্মুক্ত ॥
জীবাত্মা বিজ্ঞানময় সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সাথে,
জীব জন্তু সবে আর, ভর করি রহিয়াছে যাঁতে,
সেই অবিনাশী ব্রহ্মে যেই জানে—জানে সব সত্য;
সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব ॥
তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ মহান্,
তিনিই আকাশে এই,
তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান ॥
তাঁরেই জানিয়া ধীর মরণ এড়ায়।
নিস্তার লাভের আর নাহি রে উপায় ॥
ব্রাহ্মী উপনিষদ্ বলিনু এই—বলিনু তোমারে
ব্রাহ্মী উপনিষদ্, অভয় ভেলা ভব-পারাবারে ॥

উপনিষদের সার ব্রহ্ম অন্তর্যামী।
কর-যোড়ে বার বার নমি তাঁরে আমি ॥
বাক্য, বল, প্রাণ, আর, যতেক অঙ্গ আমার
চক্ষু কর্ণ শিরোমুখ হস্ত ;
বিতরি সন্তাপহারী সুবিমল শান্তি-বারি,
পরিতৃপ্ত করুন্ সমস্ত ॥
ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না, আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি, এমন না হয় যেন কভু ॥
সেই সে আত্মা নিখিল-স্বামী ;
নিয়ত তাঁহাতে নিরত আমি ॥
যতেক ধর্ম্ম ধরে উপনিষদ্ শ্লোক,
আমাতে হো'ক্ সব আমাতে হো'ক্॥

দ্বিতীয় খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়।

শিষ্য-প্রতি আচার্য্যের এই উপদেশ, শুন সবেঃ—
গৃহিজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হবে ॥
সাবধানে আচরিবে গৃহস্থের যাহা যাহা ধর্ম্ম।
সঁপিবে পরম ব্রহ্মে অনুষ্ঠিত যত কিছু কর্ম্ম ॥
পিতা আর মাতাকে সাক্ষাৎ জানি দেবতা প্রত্যক্ষ,
করিবে দোহাঁর সেবা, কায়-মনে, তনয় সুদক্ষ ॥
শুনাবে মৃদুল বাণী, প্রিয় আচরিবে অহরহ।
সৎপুত্র কুলপাবন হইবে দোহাঁর আজ্ঞাবহ ॥
মাতাই পরম গুরু, অন্য-সনে তুলনা-রহিতা।
পৃথ্বী হ'তে গুরু মাতা, আকাশ হইতে উচ্চ পিতা ॥
যেই ক্লেশ সহেন গো পিতা-মাতা সন্তানের তরে,
সুধিতে না পারে তাহা কোন জন শতেক বৎসরে ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতাসম, ভার্য্যাপুত্র শরীর আপন।
দাসবর্গ ছায়াসম, কন্যাগুলি কৃপার ভাজন ॥
ইহাদের কারো উপদ্রবে কভু হ'লে জ্বালাতন,
সহিবে ধৈরজ ধরি, বিচলিত করিবে না মন ॥

প্রতিবাদ সহিবে, অবজ্ঞা করিবে না কোন জনে।
ধরি এই মর্ত্ত্য দেহ, বৈরী করিবে না কারো সনে॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যত দিন না হয় বিবাহে বাঁধা, অর্দ্ধ থাকে নর।
বালকে না হ'লে পূর্ণ, শ্মশানের মত হয় ঘর॥
সন্তানের জননী বলিয়া ভার্য্যা, সম্মানের পাত্রী,
পূজনীয়া, গৃহের বিমল দীপ্তি, মঙ্গলের ধাত্রী;—
দেখিলে ঘুচিয়া যায় নয়নের খেদ।
স্ত্রীয়ে আর শ্রীয়ে নাই অনুমাত্র ভেদ॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বিবাহিবে নর সুশীলা সরলা।
মূল্যে কেনা যেই কন্যা
পত্নী তারে নাহি যায় বলা।
পরস্পর ব্যভিচারী হইবে না, থাকিতে জীবন;—
স্ত্রীপুরুষ-মাঝারে ইহাই জেনো ধর্ম্ম সনাতন॥
দোঁহা-প্রতি দোঁহে সদা সেইরূপ করিবে যতন,
বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাতে অন্য-পানে নাহি টলে মন
স্বামীতে সন্তুষ্ট জায়া, জায়াতে সন্তুষ্ট আর পতি;
হেন সুখাবহ গৃহ কল্যাণের চির-নিবসতি॥

সে-ই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা,
　　　　সে-ই ভার্য্যা যে পুত্রকন্যাবতী ;
শুদ্ধ মনে সতত যে শুনি চলে, যাহা বলে পতি॥
যাহা-তাহা ভাষিবে না, করিবে না কলহ বিবাদ।
অতিব্যয়ী হইবে না, ধর্ম্ম-অর্থে সাধিবে না বাদ॥
পতির মঙ্গলে আর প্রিয়কার্য্যে সতত নিযুক্তা ;
সদাচারা যে নারী সংযতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বদোষ-মুক্তা ;
সেই নারীরত্ন তিনকুলের উজ্জ্বল করে মুখ।
ইহলোকে লভে কীর্ত্তি, পরলোকে অনুপম সুখ॥
পতিবাক্য শুনি চলা স্ত্রীজাতির পরম ধরম।
সাধ্বী সতী জায়া ত্যজি, পতি হয় পাপীর অধম॥
স্ত্রীজনের গাত্রে যেন দুঃসঙ্গের না লাগে পরশ ;
কাঁদায় উভয় কুল, লোকে যদি রটে অপযশ॥
কি করিবে অবরোধে। অরক্ষিতা চির অরক্ষিতা।
আপনাকে আপনি যে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা॥
অগ্রজের যিনি ভার্য্যা, গুরু-পত্নী যেন আর্য্যা—
　　　　দেখিবেন তাঁরে ছোট ভাই।
কনিষ্ঠের ভার্য্যা যিনি, পুত্রবধূ-সমা তিনি,
　　　　অগ্রজের ; ইহা জানা চাই॥

স্ত্রী-পুত্র পালিবে গৃহী যত্ন সহকারে।
বিদ্যাভ্যাস করাইবে পুত্র সবাকারে॥
স্বজন-বন্ধু-বান্ধব করিবে পোষণ।
গৃহীর জানিবে এই ধর্ম্ম সনাতন॥
কন্যাকেও যতনে শিখাবে বিদ্যা,
পালিবে আদরে।
ধন-রত্ন সহিতে সঁপিয়া দিবে সুপণ্ডিত বরে॥
যেমন পতির হাতে পড়ে নারী, তেমনি সে হয়।
সমুদ্রে পড়িলে নদী, হ'য়ে যায় লবণাম্বুময়॥
জানে না স্বামী কি বস্তু,
স্বামি-সেবা জানে না কেমন ;
ঘুণাক্ষরে জানে না
কাহারে বলে ধরম-শাসন ;
হেন যে দুহিতা জ্ঞান-বিরহিতা বালিকা নিতান্ত;
তাহার বিবাহ দিতে মতিমান্ পিতা র'বে ক্ষান্ত॥
স্থির করিবার কালে বিবাহের পাত্র,
পণ না লইবে পিতা কপর্দ্দক মাত্র॥

লোভের পড়িয়া টানে লয় যদি পণ;
কন্যা-বিক্রয়ের পাপে হয় নিমগণ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শুক্ল কেশ যাহার সে নহে বৃদ্ধ;
দেবতা সকলে
তাহারেই জানে বৃদ্ধ—
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে।
মৌনে মুনি না হয়,
না হয় মুনি জটাজূট-ভারে।
আপনারে পছানে যে বিচক্ষণ,
মুনি বলি তারে॥
আপনারে করিবে না হেয় জ্ঞান
ধনহীন বলি'।
আমরণ শ্রী করিবে অন্বেষণ
বাধা বিঘ্ন দলি'॥

আত্মবশ সবই সুখ
পরবশ দুঃখ অবিরাম।
সুখ দুঃখ কারে বলে
দুকথায় বলিয়া দিলাম॥
মূলক্ষয় করিবে না অতি লোভে;
মূল খোয়াইলে,
আপনি ডুবিবে, অন্যে ডুবাইবে,
বিপত্তি-সলিলে॥
যৌবনেই ধর্ম্ম-ধন সঞ্চিবে,
জীবন অনিশ্চিত।
কে জানে কাহার আজ
মৃত্যুকাল হবে উপস্থিত॥
সুচরিত্র সুশীল প্রসন্ন-মনা
আত্মজ্ঞ সুমতি,
ইহ লোকে লভে মান
পরলোকে অনুত্তম গতি॥

সত্য দান তপস্যা
এ তিন যার অঙ্গের ভূষণ;
বাক্য মন বশে যার;
সেই লভে ব্রহ্মনিকেতন॥
প্রশান্ত যাহার মন; ধর্ম্মে সদা রত;
কাজ কর্ম্মে কাটে দিন যাহার নিয়ত;
অধর্ম্মে সে নাহি করে হৃদয়ে পোষণ।
পাপে নাহি হয় কভু স্খলিত-চরণ॥
ধর্ম্ম-অর্থে ঠেলিয়া যে ইন্দ্রিয়ের পাছু পাছু ধায়;
ধন প্রাণ, স্ত্রী পুত্র, শ্রী শোভা, সব, শীঘ্র সে হারায়॥
আপনি আপন বন্ধু—আপনি যে আপনার হাতে।
বন্ধু শত্রু দুইই জেনো
ফিরিছে আপন সাথে সাথে॥
লভিয়া উত্তম জন্ম—ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব চমৎকার,
আত্মহিত যে না বুঝে, আত্মঘাতী সে এক প্রকার॥
তেমতি করিবে কাজ, যৌবনের হইতে উন্মেষ,
সুখে যাতে কাটাইতে পার কাল
শুক্ল হ'লে কেশ॥

করিবে তেমনি কাজে সমস্ত জীবন অবসান,
সুখী হ'তে পার যাতে পর-লোকে করিয়া প্রয়াণ॥
ইচ্ছিবে না মৃত্যু কভু, ইচ্ছিবে না পরমায়ু-ভোগ।
প্রতীক্ষা করিবে কাল, ভৃত্য যথা প্রভুর নিয়োগ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রবাহিত রাখি হৃদে সন্তোষের নদী,
হইবে সংযত-চিত্ত সুখ চাও যদি॥
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল।
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল॥
মূর্খেরাই অসন্তোষে মনে দে'য় স্থান।
সন্তোষ করেন সার যে জন ধীমান্॥
অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস।
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস॥
কালচক্রে সুখ দুঃখ ঘুরে দিবারাতি।
সুখে ল'বে ক্রোড় পাতি, দুঃখে বুক পাতি॥
আসে যায় সুখ দুঃখ নাহি রহে স্থির।
দুয়েরই বিহার-ভূমি মর্ত্ত্যের শরীর॥

সুখ দুঃখ প্রিয়াপ্রিয় যা আসে যখন,
সেবিবে অজিত-চিতে তাহাই তখন॥
অতি হৃষ্ট হইবে না প্রিয়-সমাগমে।
অপ্রিয়ে হ'বে না ম্লান ব্যথিয়া মরমে॥
করিবে না হাহুতাশ হ'লে অনটন।
ধর্ম্ম ত্যজিবে না কভু থাকিতে জীবন॥
সন্তাপে শরীর হয় রোগের নিবাস।
রূপ যায়, বল যায়, বুদ্ধি পায় নাশ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আপন পৌরুষ কিম্বা যশের বিস্তার;
অন্যের কথিত কোন' গুপ্ত সমাচার;
সাধিত যা হয় আর পর-হিত তরে;
ধর্ম্মজ্ঞ না প্রকাশিবে কাহারো গোচরে॥
সত্য, মৃদু, প্রিয়,হিতকর বাক্য,কহিবে সজ্জন।
আপনার প্রশংসা, পরের নিন্দা,করিবে বর্জ্জন॥
সত্যই যাহার ব্রত, পর দুঃখে মন যার গলে,
কাম ক্রোধ বশে যার,তিন লোক তার করতলে॥

নিস্পৃহ যে পরধনে ; পরদারে মন নাহি টলে ;
দম্ভ-মাৎসর্য্য-বিহীন; তিন লোক তার করতলে ॥
যুদ্ধে যে না ডরায়,সংগ্রামে যে না পরাঙ্মুখ হয়,
ন্যায় যুদ্ধে মরিলেও—সেই করে তিন লোক জয়॥
সত্য ক'বে, প্রিয় ক'বে ;
নাহি ক'বে অপ্রিয় যে সত্য।
প্রিয় মিথ্যা না কহিবে; সার এই ধরমের তত্ত্ব॥
শরীরের শোধন সলিলে হয়,সত্যে শোধে মন।
বিদ্যা তপে শোধে আত্মা,
জ্ঞানে হয় বুদ্ধির শোধন ॥
মনে ধরি এক ভাব,অন্য-ভাবে যে খেলে চাতুরী;
কি না করে মহাপাপ
চোর সে আপনে করি চুরি ॥
সত্য-সম ধর্ম্ম নাই, সত্য সে অতুল।
মিথ্যার মতন নাই মর্ম্মভেদী শূল ॥
প্রিয় হয় অর্থ দিয়ে,প্রিয় হয় প্রিয় আলাপিয়ে।
অপ্রিয় হিতের, হায়, কেহ নাই কহিএ শুনিএ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সাক্ষাতে যা দেখা যায়, শুনা যায়,
সাক্ষ্য তা'রি নাম।
সত্য যদি কহে সাক্ষী, ধর্ম্মার্থ না হয় তারে বাম॥
যা দেখেছ যা শুনেছ কহিবে তাঁহাই অবিকল।
রক্ষা করে ধরমে, সাক্ষীরে তারে, সত্যই কেবল॥
সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়া অন্তরাত্মা যাহার না ডরে।
তার মত শ্রেষ্ঠ নর দেবতারা জানে না অপরে॥
মনে করিও না তুমি, ওহে বাপু,
"একা আছি আমি।"
মৌন থাকি, দেখিছেন সব তব, সে অন্তরযামী॥

অষ্টম অধ্যায়।

কল্যাণ বুঝিবে যাহা, তাহাই ধরিয়া র'বে আঁটি'
পাপে কভু করিবে না প্রতিপাপ,
সদা র'বে খাঁটি॥

অক্রোধে জিতিবে ক্রোধ,
অসাধুতা সাধু আচরণে।
অসত্য জিতিবে সত্যে,
কদর্য্যে করিবে বশ—ধনে॥

সুখ-দুঃখ-মাঝারে যে ধরি থাকে হাল ;
সজ্জন-সেবায় আর কাটে যার কাল ;
সত্য আর সাধুতা'র নির্ম্মল বাতাসে,
ধর্ম্ম-পথে বুদ্ধি তার উজ্জ্বল প্রকাশে॥
মূর্খ-সহবাসে হয় মোহের সংক্রম।
ধর্ম্মের আকর-ভূমি সাধু-সমাগম॥

মোহে পড়ি যেই জন হিতবাক্য অবহেলা করে;
হাহুতাশ করিয়া সে দীর্ঘসূত্রী, অনুতাপে জরে॥
সাধুর বচন ঠেলি, অসাধুর বাক্যে যেই চলে,
অচিরে তাহার দুঃখে বন্ধুজন ভাসে অশ্রুজলে॥

কৃতজ্ঞ যে মতিমান্ কাজকর্ম্মে পটু ;
জানে না কাহাকে বলে ব্যবহার কটু ;
লভে সে বিমল কীর্ত্তি লোকের নিকটে ;
এ-জনমে কভু তার অনর্থ না ঘটে॥

কৃতঘ্নের কোথা যশ, কোথা স্থান,
কোথায় বা সুখ!
অতিবড় পাতকী সে,
তাহার দেখিতে নাই মুখ॥

নবম অধ্যায়।

খাবার বাঁটিয়া খায় যেই জন সবার সহিত;
দিতে থুতে ভালবাসে,
ভোগী সুখী হিংসা-বিরহিত;
আপনি খাইয়া, অন্যে খাওয়াইয়া,
ভাসে তৃপ্তি-নীরে;
নিরন্তর আরোগ্য বিরাজ করে তাহার শরীরে॥
যে যেমন পাত্রে আর
যে যেমন চিত্তে করে দান,
পরলোকে লভে সে তাহার ফল সেই পরিমাণ।
দানের সমান, বৎস, সুদুষ্কর কিছু নাহি আর।
মহাতৃষ্ণা ধন-তরে, মহাকষ্ট উপার্জ্জনে তার।
অন্যায়ে যে লভি ধন, দান-ধর্ম্ম করে অনুষ্ঠান;
পাপের মহদ্ভয় হইতে সে নাহি পায় ত্রাণ॥

ন্যায়ার্জ্জিত ধনে আচরিবে সদা, জ্ঞান যাহা বলে।
অন্যায়ে যে জিয়ে, তার সব ধর্ম্ম যায় রসাতলে॥
যথাশক্তি অন্ন দিবে, কষ্ট স'বে, হ'বে ধর্ম্মে রত।
যথাযোগ্য সম্মান, সবা'র প্রতি, করিবে নিয়ত॥
দিবে সবে যাহার যা সদ্য প্রয়োজন।
পরিশ্রান্ত জনে দিবে বসিতে আসন॥
শয্যা দিবে তাহারে—যে রোগে অবসন্ন।
তৃষ্ণাতুরে দিবে জল ক্ষুধাতুরে অন্ন॥
সর্ব্বাপেক্ষা অন্নদান করি দাতা তৃপ্তি লভে প্রাণে।
ভূমি-দানে মহাপুণ্য, তাহার অধিক বিদ্যা-দানে॥
হও যদি বুদ্ধিমান্, চাও যদি শ্রেয়,
দীন অন্ধে কৃপাপাত্রে, দিবে যাহা দেয়—
দিবে মাখিবার তৈল, দিবে আর থাকিবার ঠাঁই;
দিবে অন্ন পানীয় ঔষধ পথ্য, যাহার যা চাই॥
না দেখি দুঃখি স্বজনে,
যেই জন অন্যে করে দান,
দেখিতে তা মধু, আস্বাদনে বিষ,
ধর্ম্মের সে ভাণ॥

মনোদুঃখ জ্ঞান-বলে,দেহ দুঃখ হানিবে ঔষধে।
জ্ঞানী দেখে পরাগতি ;
শোকানল তারে না দগধে ॥
মান ত্যজি প্রিয় হয়, ত্যজি আর ক্রোধ
পশ্চাত্তাপের হাত এড়ায় সুবোধ ॥
কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে।
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে ॥
ক্রোধ সুদুর্জ্জয় শত্রু,লোভ-ব্যাধি জানে না বিরাম।
সর্ব্ব-হিতকারী সাধু,অসাধু ত নির্দয়েরই নাম ॥
জিতেন্দ্রিয় শান্ত নর,বিপাকে না পড়ে বারেবার।
পর-শ্রী দেখিলে,আর,জ্বলিয়া না হয় ছারখার ॥
ঈরিষায় জ্বলে যে পরের ধনে, রূপে, সুসন্তানে,
সুখে, মানে, কুলে, বীর্য্যে,
ব্যাধি তার অন্ত নাহি জানে ॥

শত্রুতা সাধে যে নর বন্ধুজন-সনে,
গুণিজনে দেখে আর বিদ্বেষ-নয়নে;
নাস্তিক, কপট, শঠ, নীচ, দুরাশয়;
তাহারেই নরাধম সর্ব্বলোকে কয়॥
অকার্য্যই কার্য্য আর কার্য্যই অকার্য্য যার চক্ষে,
বালক সে স্বেচ্ছাচারী,
সুখ বলি দুঃখ পোষে বক্ষে॥

একাদশ অধ্যায়।

ধৈরজ সংযম ক্ষমা দেহ-মন-শুদ্ধি;
অচৌর্য্য অক্রোধ সত্য বিদ্যা আর বুদ্ধি;
সমস্ত ইন্দ্রিয় আর আপনার বশ;
ধরমের লক্ষণ জানিবে এই দশ॥
পাপে লজ্জা স্বাভাবিক; তাহা যে না ছাড়ে,
পাপ যে দেখিতে নারে; শ্রী তাহার বাড়ে।
লজ্জা গেলে, ধর্ম্ম যায় সেই সঙ্গে চলি।
ধর্ম্ম গেলে শ্রী পলায় কাটিয়া শিকলি॥

কারো কোনো গুণে যে না দোষারোপ করে;
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আর উপকার স্মরে;
সতত কল্যাণ-পথে করে বিচরণ;
সুখ শান্তি ধর্ম্ম স্বর্গ লভে সেই জন॥

দণ্ডের সবাই বশ; খাঁটি লোক বিরল এ ভবে।
দণ্ডের ভয়েই ত্রিভুবন চলে বিনা উপদ্রবে॥
অন্যায় করিলে দণ্ড অপযশ রটে সর্ব্বজন;
স্বরগে কপাট পড়ে; করিবে না তাহা কদাচন॥

ক্ষমা বশীকরণ, ক্ষমা পরম ধন।
ক্ষমা অশক্তের গুণ, শক্তের ভূষণ॥

আপনার সমান দেখিবে অন্যে, যে চাহে কল্যাণ।
সুখ দুঃখ, ধরা-মাঝে, আত্মপর উভয়ে সমান॥

পরদারে মাতৃসম দেখে যেই জন।
পরের সামগ্রী দেখে লোষ্টের মতন।
সকল মনুষ্যে দেখে আপনার সম।
তাহার দেখাই দেখা—তাঁরে করি নম॥

পর-নিন্দি' সাধু হয় যেমন দুঃখিত ;
দুর্জ্জন তেমনি হয় হর্ষে পুলকিত ॥
বিপদের মাঝারে ব্যথে না যার চিত্ত ;
কাজ কর্ম্মে সুনিপুণ, উদ্যোগী যে নিত্য ;
প্রমাদ-বিহীন আর বিনয়ী যে জন ;
কল্যাণ তাহার গৃহে করে সঞ্চরণ ॥
থাকিতে ধন-সমৃদ্ধি রাজ্য সুবিশাল,
অবিনয়ে হত হৈলা কত মহীপাল ॥
বনবাসে কত রাজা দহি' মনাগুনে,
ফিরিয়া পাইলা রাজ্য বিনয়ের গুণে ॥
অন্তরাত্মা তোমার সন্তোষ মানে যেইরূপ কাজে,
করিবে তা সযতনে; করিবে না হৃদে যাহা বাজে ॥
প্রাণপণ যতনে ধরম-কার্য্য সাধয়ে যে কেহ ;
সিদ্ধি যদি নাও লভে, পুণ্য লভে নাহিক সন্দেহ ॥

বিষয়ের টানে পড়ি ইন্দ্রিয় দৌড়ায় যবে তথি;
টানিয়া রাখিবে তারে, অশ্বে যথা নিপুণ সারথী॥
মন যদি ছুটি' চলে ইন্দ্রিয় যে দিকে যবে ধায়,
ডুবাইয়া দে'য় জ্ঞান, বায়ু যথা তরণী ডুবায় ॥
উপভোগে শান্তি নাহি মানে কভু
কামনা কাহারো।
অনলে ঢালিলে ঘৃত, নিভে না সে,
জ্বলি উঠে আরো ॥
ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো
বুদ্ধিও ক্ষরিতে সুরু করে ;
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশ নিঃসরে ॥
না সেবিলে তেমন না বশে আসে
ইন্দ্রিয় উদ্দাম,
দৃঢ়করে যেমন, থাকিলে ধরি', জ্ঞানের লাগাম॥
কাম-ক্রোধ-পর নর, মূর্খ বা বিদ্বান্ হো'ন তিনি,
হেলায় বিপথে ল'য়ে যায় তাঁরে চতুরা কামিনী॥

দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় দশ, সংযমে করিয়া বশ,
মন করি জ্ঞানের অধীন ;
উপায় করিয়া ধার্য্য, সাধিবে সকল কার্য্য,
কলেবর না করিয়া ক্ষীণ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কারো প্রতি যে না করে পাপাচার
বাক্য মন কর্ম্মে ;
সংযত সুধীর সেই পুণ্যবান্ লভে পর-ব্রহ্মে ॥
পুণ্য করি পুণ্যকীর্ত্তি,পুণ্য-নিকেতনে যায় চলি।
পুণ্যে প্রাণ ধরে লোক,
পুণ্যকেই প্রাণদাতা বলি
পাপ যে চিন্তয়ে মনে, করে কাজে,
মুখে আর বলে ;
অধর্ম্মে ডুবিয়া তার সব গুণ যায় রসাতলে ॥
মনোবাক্যে কর্ম্মে যাঁরা না করেন পাপ-আচরণ,
তাঁহারাই তপস্বী,তপস্যা নহে দেহের শোষণ ॥

ধর্ম্মেই আনন্দ যাঁর,ধর্ম্মেই থাকেন যিনি জিয়া;
ধর্ম্মাত্মা তাঁরেই বলি; সদাই প্রসন্ন তাঁর হিয়া.॥
আত্মা যাঁর পাপ-হৈতে বিরত,
নিরত লোক-হিতে ;
কি প্রকৃতি, কি বিকৃতি,
তিনিই তা পারেন বুঝিতে ॥
প্রজ্ঞা যাঁর নয়ন, নির্দোষ তাঁর সমুদয় কর্ম্ম।
ছাড়েন বিষয়-স্পৃহা ইচ্ছামতে; ছাড়েন না ধর্ম্ম ॥
পাপাত্মা ইচ্ছয়ে পাপ, সহস্র বারণ অবহেলি।
শুভাত্মা ইচ্ছেন শুভ,সহস্র পাপের বাধা ঠেলি॥
ধর্ম্মে রাখিলেই—ধর্ম্ম রাখে,
নাশিলেই নাশে জীবে।
হত হ'য়ে ধর্ম্ম না হানুন্ বাজ :
ধর্ম্মে না হানিবে ॥
ধর্ম্ম সেই সুহৃৎ যে মরিলেও নাহি ছাড়ে পাশ;
আর যত কিছু সব দেহ-সাথে লভয়ে বিনাশ ॥
অবিশ্বাসী যেই নর সাধুজনে করে উপহাস—
ধর্ম্ম নাই মনে করি'; নিঃসংশয় তাহার বিনাশ ॥

অবমানিত যে হয়,সুখে সে বিহরে বারো মাস;
সুখে শোয়, সুখে জাগে;
অবমন্তা লভয়ে বিনাশ ॥
পাপ করি পাপকীর্ত্তি দহে পাপানলে।
পুণ্য করি পুণ্য-কীর্ত্তি বাড়ে পুণ্যফলে ॥
অতএব পাপ করিব না বলি হও দৃঢ়ব্রত।
পুনঃপুন পাপাচারে জ্ঞানবুদ্ধি সব হয় হত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সর্ব্বজন-প্রশংসিত সাধু আচরণ;
লোক-বিগর্হিত কার্য্য পরিবরজন;
আস্তিকতা, ধর্ম্মে আর বিশ্বাস অটল;
এইগুলি পণ্ডিতের পরিচয়-স্থল ॥
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান্।
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান ॥
মনোবাক্য-দেহ-সমুদ্ভূত কর্ম্ম শুভাশুভ-কর।
উচ্চ নীচ মধ্যম ত্রিবিধ গতি তাহে লভে নর ॥

পরদ্রব্য মনে ধ্যান ; পরানিষ্ট-চিন্তা অনুদিন ;
দেহাদিতে অতিমায়া; মানসিক পাপ এই তিন॥
পরোক্ষে পরের নিন্দা; বাঁধন-বিহীন বাক্যালাপ;
কটু কথা; মিথ্যা কথা; এই চারি বাচনিক পাপ॥
পরধন অপহার ; প্রাণিহত্যা অবিধি-পূর্ব্বক ;
পরদার-সেবা আর ; এই তিন দৈহিক পাতক ॥
কারো প্রতি না করিয়া কার্য্য এই তিনরূপ দূষ্য,
কাম-ক্রোধ সংযমিয়া,সিদ্ধি লভে সুবোধ মনুষ্য॥

পাপ করি যে করে বিহিত অনুতাপ,
ক্রমশ খণ্ডিয়া যায় তাহার সে পাপ ॥
"আর করিব না" বলি হইলে নিবৃত্ত,
অনুতাপানলে দহি শুদ্ধি লভে চিত্ত ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

অধার্ম্মিক যেই নর, মিথ্যা কথা জীবিকা যাহার,
হিংসায় যে জন রত,সুখ নাই ইহলোকে তার ॥
পাপীরে যদিও দেখ, বিচরিছে অশ্ব গজ রথে;
কষ্টে আর কাটিছে তোমার দিন ধরমের পথে;

বারেক না দিবে মন অধর্ম্মে তথাপি।
পাপের কুহকে ভুলি হইবে না পাপী ॥
অধর্ম্মে ধন-ঐশ্বর্য্যে ফাঁপি উঠে লোক ;
চারিদিকে নিরখে মঙ্গল দিবালোক ;
শত্রু সবে করে জয় ; পুরে অভিলাষ ;
সবই হয় ; কিন্তু লভে সমূলে বিনাশ ॥
পরলোকে চাও যদি অমোঘ সহায় ;
কাহুকে না দিয়া পীড়া কাজে বা কথায়,
ক্ষুদ্রকীট পুত্তিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আলয়,
অল্পে অল্পে তেমনি ধরম-ধন করিবে সঞ্চয় ॥
পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা—
পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতিবন্ধু ; ধর্ম্ম র'বে একা ॥
একাই জনমে নর, একা হয় মৃত।
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুষ্কৃত ॥
কাষ্ঠলোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্ম হয় পথের দোসর ॥
অতএব চাও যদি সহায় পরম,
অল্পে অল্পে নিতি নিতি সঞ্চিবে ধরম ॥

ধর্ম্মের সহায়ে জীব, সংসার আঁধার
মহাঘোর সুদুস্তর, হ’য়ে যায় পার ॥
এই উপদেশ, এই আদেশ, এই অনুশাসন ॥
কায়-মনোবচনে ইহা করিবে উপাসন ॥

ঠিক্‌ঠাক্ বলিব, সত্য বলিব, আমায় পালুন্
সত্য সে; বক্তারে রক্ষা করুন্ হইয়া সকরুণ ॥